৩০/৮/২০০১

ভোরের কাগজ

নির্বাচনে ১১ ছাত্রনেতা

কাগজ প্রতিবেদক : আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ, চারদলীয় জোট এবং ১১ দল থেকে মোট ১১ জন সাবেক ও বর্তমান ছাত্রনেতা মনোনয়ন পেয়েছেন। সাবেকদের মধ্যে যারা মনোনয়ন পেয়েছেন তাদের দুএকজন ছাড়া প্রায় সবাই ছাত্র রাজনীতি ছেড়েছেন দুতিন বছর হয়েছে। চারদলীয় জোট থেকে ছাত্রদলের যারা মনোনয়ন পেয়েছেন তারা হলেন ছাত্রদলের বর্তমান সভাপতি নাসিরউদ্দিন আহমেদ পিন্টু, তিনি অংশ নেবেন ঢাকা-৮ আসন থেকে। এ আসনে আওয়ামী লীগ থেকে মনোনয়ন পেয়েছেন গত সংসদের নির্বাচিত এমপি হাজী সেলিম। এ ছাড়াও ছাত্রদলের সাবেক দু সভাপতি এবং একজন সহসভাপতি মনোনয়ন পেয়েছেন। এরা হলেন ছাত্রদলের গত কমিটির সভাপতি হাবিবুন্নবী সোহেল এবং তার আগের কমিটির সভাপতি শহীদউদ্দিন চৌধুরী এ্যানি। এ ছাড়াও সোহেল-পিন্টু কমিটির সহসভাপতি ইডেন কলেজের সাবেক ভিপি হেলেন জেরিন খানও নির্বাচনে চার দলের পক্ষে লড়বেন।

এদের মধ্যে হাবিবুন্নবী সোহেল লড়বেন রংপুর-৩ আসন থেকে। এ আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হলেন জেনারেল মোস্তাফিজুর রহমান। এ্যানি অংশ নেবেন লক্ষীপুর-৩ আসন থেকে। এখানে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হলেন এড. কাজী ইকবাল হোসেন। হেলেন জেরিন অংশ নেবেন মাদারীপুর-২ আসন থেকে। তার প্রতিপক্ষ আওয়ামী লীগের শাহজাহান খান।

আওয়ামী লীগ থেকে বর্তমান এবং সমসাময়িক কোনো কেন্দ্রীয় ছাত্র নেতা মনোনয়ন পাননি। এই দল থেকে মনোনয়নপ্রাপ্ত একমাত্র প্রার্থী হলেন আব্দুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব। তিনি ছাত্রলীগ কমিটির কেন্দ্রীয় সদস্য বলে ছাত্রলীগ সূত্রে জানা যায়। বয়সে তরুণ ছাত্রলীগের এই নেতা কেন্দ্রীয় নেতা হিসেবে নয় পিতার অবর্তমানে পারিবারিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি মনোনয়ন পেয়েছেন বলে জানা যায়। ভোলা-৪ আসন থেকে তিনি মনোনয়ন পেয়েছেন। তার বাবা নজরুল ইসলাম এ আসন থেকে আওয়ামী লীগের এমপি ছিলেন। তিনি লড়বেন ছাত্রদলের সাবেক নেতা নাজিমউদ্দিন আলমের সঙ্গে।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে মনোনয়ন পাওয়া ১১ জন সাবেক ও বর্তমান ছাত্রনেতাদের মধ্যে ৬ জন ১১ দলের পক্ষে লড়বেন। এরা হলেন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের বর্তমান সভাপতি নুরুল ইসলাম। তিনি নির্বাচন করছেন খুলনা-২ আসন থেকে। আওয়ামী লীগ এবং চারদলীয় জোট থেকে এ আসনে লড়বেন এড. মঞ্জুরুল ইমাম এবং খালেদা জিয়া।

ছাত্র ইউনিয়নের গত কমিটির সভাপতি মঞ্জুর-এ-খোদা টরিক ১১ দল থেকে মনোনয়ন না পেলেও তিনি সিরাজগঞ্জ-৬ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে কমিউনিস্ট পার্টি সূত্রে জানা যায়। এই আসনে আওয়ামী লীগ ও চারদলীয় জোট থেকে মনোনয়ন পেয়েছেন যথাক্রমে আবু বকর সিদ্দিকী এবং মঞ্জুর কাদের চৌধুরী। ছাত্র ইউনিয়নের '৯৪ সালের রংপুর জেলা কমিটির সভাপতি ১১ দল থেকে মনোনয়ন পেয়েছেন রংপুর-৬ আসনে। এ আসনে আওয়ামী লীগ এবং চার দলের প্রার্থীরা হলেন যথাক্রমে শেখ হাসিনা এবং আব্দুল জলিল প্রধান (জাপা)।

ছাত্র ইউনিয়নের '৯৪-'৯৫ সালের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি সাজ্জাদ জহির চন্দন ১১ দলের হয়ে লড়বেন নরসিংদী-৪ আসন থেকে। এ আসন থেকে আওয়ামী লীগ এবং চারদলীয় জোট থেকে লড়ছেন যথাক্রমে জেনারেল নূরউদ্দিন খান এবং সরদার সাখাওয়াত বকুল।

সিপিবি সূত্রে জানা যায়, রাকসুর সাবেক এজিএস এবং ছাত্র ইউনিয়নের সাবেক নেতা আলমগীর হোসেন ঝিনাইদহ-১ আসন থেকে নির্বাচনে লড়বেন। এ ছাড়াও ছাত্র ইউনিয়নের '৯৫-'৯৬ সালের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি আসলাম খান জামালপুর-২ আসন থেকে নির্বাচনে অংশ নেবেন। এ আসনে ইতিপূর্বে ১১ দলের পক্ষে মঞ্জুরুল আহসান খানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা থাকলেও অসুস্থতার কারণে আসলাম খান ১১ দলের পক্ষে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন।